আলমডাঙ্গায় সরকারি গাছ কাটার অভিযোগ

আলমডাঙ্গার বেলগাছিতে সরকারি রাস্তার পাশের গাছ কাটার অভিযোগ উঠেছে সোনার বিরুদ্ধে। গতকাল রবিবার সকাল থেকে বেলগাছি মালিতাপাড়ার ইদগাহ প্রাঙ্গণের রাস্তার পাশ থেকে এ গাছ কাটে বলে এলাকাবাসী জানায়। গাছগুলোর আনুমানিক মূল্য প্রায় ১ লক্ষ টাকা। জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছি ইউনিয়নের মালিথা পাড়ার সোনা । বর্তমানে বেলগাছি-খাসকররা রাস্তা ভাঙাচুরার কারণে বেহাল অবস্থায় পরিণত হয়েছে। রাস্তাটি জনগুরুত্বপূর্ণ হলেও এ রাস্তা দিয়ে ভাঙাচুরার কারণে সাধারণ জনগণ কম যাতায়াত করে।
এ সুযোগে বেলগাছি গ্রামের সোনা সুযোগ বুঝে সরকারি রাস্তার পাশের গাছ কর্তন করে। গাছগুলো গোপনে কেটে বিক্রয়ের চেষ্টা চালালেও এলাকাবাসীর তোপের মুখে রেখে দেয়।
এ ঘটনা নিয়ে এলাকাজুড়ে ব্যাপক সমালোচনা সৃষ্টি হলে সোনা কর্তনকৃত গাছ মসজিদে দান করে দিয়েছে বলে এলাকাসূত্রে জানা যায়।

প্রযুক্তির যুগে লাঙল-মই দিয়ে চাষাবাদ গ্রামীণ ঐতিহ্যকে মনে করিয়ে দেয়

গ্রামবাংলা থেকে দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে লাঙ্গল দিয়ে হাল চাষ ও মই দিয়ে জমিতে কাঁদা করার ঐতিহ্য। বছর কয়েক আগেও দেখা যেত গ্রামবাংলার কৃষকরা কাঁকডাকা ভোরে কাঁধে লাঙ্গল-জোয়াল, মই আর এক জোড়া গরুর দড়ি হাতে নিয়ে বেরিয়ে যেত জমিতে চাষাবাদের জন্য। কিন্তু আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারের ফলে কৃষকদের জীবনে এসেছে নানা পরিবর্তন। আর সেই পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে কৃষিতেও। আধুনিকতার ছোঁয়ায় কৃষি ক্ষেত্রে দেখা যায় বেশ পরিবর্তন। তাই গ্রামের কৃষকরা এখন গরুর পরিবর্তে ট্রাক্টর বা

পাওয়ার ট্রিলার দিয়ে চাষাবাদ করছে। এখন আর গ্রামগঞ্জে সকালে কাঁধে লাঙল-জোয়াল, মই আর গরু নিয়ে মাঠে যেতে আগের মত আর দেখা যায় না কৃষকদের। বিদেশি যন্ত্রের কারণে দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে গ্রামবাংলার ঐতিহ্য লাঙল দিয়ে হাল চাষ। কৃষিপ্রধান এই দেশে হাজার বছরের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে লাঙ্গল-জোয়াল ও মই। আধুনিকতার সঙ্গে সঙ্গে হাল চাষের পরিবর্তনে এখন ট্রাক্টর অথবা পাওয়ার টিলার দিয়ে জমি চাষ করা হয়।
এক সময় দেশের বিভিন্ন জেলা-উপজেলায় বাণিজ্যিকভাবে কৃষকরা গরু পালন করত হাল চাষ করার জন্য। আবার কিছু মানুষ গবাদিপশু দিয়ে হাল চাষকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়ে ছিলেন। নিজের সামান্য জমির পাশাপাশি অন্যের জমিতে হাল চাষ করে তাদের সংসারের ব্যয় বহন করত। এখন সেই দৃশ্য আর চোখে পড়ে না। জমি চাষের প্রয়োজন হলেই অল্প সময়ের মধ্যেই পাওয়ার টিলার ট্রাক্টরসহ আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে হচ্ছে জমি চাষাবাদ। তাই কৃষকরা এখন পেশা বদল করে অন্য পেশায় ঝুঁকছেন। কৃষক রফিকুল ইসলাম বলেন, অগে তো গরু দিয়েই চাষাবাদ করতাম। তখনকার সময়ে জমিতে ফলনও বেশি হত। যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে কতকিছুই পরিবর্তন হয়েছে। চাষাবাদে এখন আর গরু লাগেনা সময় বাঁচাতে সবাই ট্রাক্টর দিয়ে হালচাষ করে। জমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি ও ফসলের চাষাবাদ করতে সার, কীটনাশক সাশ্রয় পায়। কষ্ট হলেও গরু দিয়ে হাল চাষ করা ভালো। গ্রামবাংলার এই ঐতিহ্য ধরে রাখতে এখনও বাপ-দাদার পেশা ধরে রেখেছি। প্রযুক্তির এই যুগে লাঙল-মই দিয়ে চাষাবাদ গ্রামীণ ঐতিহ্যকে মনে করিয়ে দেয়।

কার্পাসডাঙ্গায় অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে তৈরি হচ্ছে ভেজাল ডিটারজেন্ট

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গার নতুন পড়ায় শাফা কেমিক্যাল কোং নামের একটি প্রতিষ্ঠানে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও স্যাঁতস্যাঁতে ঘরের মাঝে দীর্ঘদিন ধরে তৈরি করা হচ্ছে ঝিলিক ডিটারজেন্ট পাউডার। প্রতিষ্ঠানটির ভিতরে প্রবেশ করলে অনায়াসে

নিঃশ্বাসের সাথে পাউডারের কণা প্রবেশ করবে। প্রতিষ্ঠানটির মালিক তরিকুল ইসলাম ও তার একমাত্র সহকারী যার নেই কোন ডিটারজেন্ট তৈরির ন্যূনতম একাডেমিক শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ।
অভিযোগ রয়েছে প্রতিষ্ঠানটির ঠিক কোন কাগজপত্র নেই। তারিকুল যে ঝিলিক পাউডার তৈরি করছেন সে পাউডারের বাজার মূল্য অন্যআন্য পাউডারের তুলনায় অনেক কম। বর্তমান বাজারের বিভিন্ন কোম্পানির পাউডার রয়েছে যেমন- রিং হুহল পাওয়ার, হুহল পাউডার, সার্ফএক্সেল , রে পাউডার, ঘড়ি পাউডার যথাক্রমে ১১০, ৮০, ১৭০০, ১২৫, ১০০ টাকা দরে বিক্রয় করা হচ্ছে। সেখানে তরিকুল ইসলামের পাউডার টি অত্যন্ত নিন্মমানের হওয়ার জন্য মাত্র ৪০-৫০ টাকা দর কেজিতে বিক্রয় করছে ‘ঝিলিক ডিটারজেন্ট পাউডার’ নামের পাউডার টি। ঝিলিক পাউডার বাজারের অন্য সকল পাউডারের থেকে কম দামে পাচ্ছেন বলে গ্রামের সহজ সরল মানুষেরা না বুঝে হচ্ছেন মহা খুশি। খুশির সাথে পাউডার কিনে বাড়ি নিয়ে কাপড়চোপড়সহ নিজেদের অজান্তেই ক্ষতিগ্রস্থ করছেন শরীরের চামড়া।
তরিকুল ইসলামের কাছে জানা যায় দীর্ঘ ৭/৮ বছর সে এই ব্যবসা পরিচালনা করে আসছে। আমার বিএসটিআই এর লাইসেন্স রয়েছে এবং তার সমস্ত ডকুমেন্ট ঠিক আছে।
নিন্মমানের ভেজাল ডিটারজেন্ট পাউডার মানবদেহের কি পরিমাণের ক্ষতি করে থাকেন সে বিষয়ে জানতে চাইলে দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ সোহরাব হোসেন বলেন-নিন্মমানের ডিটারজেন্ট পাউডার ব্যবহারের কারণে কাপড়ের রং নষ্ট হওয়া সহ শরীরে চর্মরোগের দেখা মেলে। এ ধরনের পাউডার দীর্ঘদিন ব্যবহারের কারণে ক্যান্সারে আক্রান্তের আশঙ্কা থাকে। নিন্মমানের পাউডার ব্যবহার এড়িয়ে চলা ভালো।
দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান জানান- শাফা কেমিক্যাল কোং নামের প্রতিষ্ঠানটির নামে অভিযোগ পাওয়ার প্রক্ষিতে সরেজমিনে যাওয়া হয়েছিলো। সেখানে পৌঁছানোর পর প্রতিষ্ঠানটির মালিক তরিকুলের আত্নবিশ্বাস দেখে কিছুটা বিচলিত বোধ করি। একজন নিরপরাধ ব্যক্তির বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ কেন? পরবর্তীতে তার লাইসেন্স দেখার পর ঠিক বিষয় জানা যায়। দীর্ঘদিন যে নামে ব্যবসা পরিচালনা করছে সেই নামের সাথে লাইসেন্সের নামের কোন সাদৃশ্য পাওয়া যায় নাই। অত্যন্ত নিম্নমানের উপাদান ব্যবহার করে তৈরি করা হচ্ছিলো এই ডিটারজেন্ট। এছাড়াও তরিকুল ইসলামের একমাত্র সহকারীর কাছে ডিটারজেন্ট তৈরির প্রক্রিয়া জানতে চাইলে সে জানায়, ১২ টি উপাদান একসাথে মিশিয়ে এই পাউডার তৈরি করছি। এই উপাদানগুলোর নাম সে জানেও না। সে শুধু তরিকুল ইসলামের নির্দেশনা

মতো মিক্সিং করে থাকেন। পরবর্তীতে তরিকুল তার ভুল স্বীকার করেন। মোবাইল কোটের মাধ্যমে ঐ প্রতিষ্ঠানটিকে অর্থ দণ্ড করা হয়। কাগজপত্র ঠিক করে নিয়ম মেনে ঠিক পদ্ধতিতে ডিটারজেন্ট উৎপাদন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় বিদেশি পিস্তল, ম্যাগজিন, গুলি ও ইয়াবাসহ আটক-১

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় একটি বিদেশি পিস্তল, ম্যাগজিন, ৭ রাউন্ড গুলি ও ১১ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেটসহ জাহিদুল ইসলাম (৪৭) নামের একজনকে আটক করেছে পুলিশ।
গত শনিবার রাতে ভেড়ামারা উপজেলার লালন শাহ সেতু সংলগ্ন এলাকা থেকে তাকে আটক করে হাইওয়ে পুলিশ।
আটককৃত জাহিদুল ইসলাম ভেড়ামারা পৌরসভার কাচারি পাড়ার মৃত গোলাম মোস্তফার ছেলে।
কুষ্টিয়া চৌড়হাস হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জুলহাস উদ্দিন জানান, রাতে লালন শাহ সেতু সংলগ্ন এলাকায় মোটরসাইকেল নিয়ে যাওয়ার সময় চেকপয়েন্টে থামতে নির্দেশ দিলেও না মেনে ছুটে চলে। পরে তাকে পিছু নিয়ে আটক করতে সক্ষম হই। এ সময় একটি বিদেশি পিস্তল, ম্যাগাজিন, ৭ রাউন্ড গুলি ও ১১ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।
আটককৃত জাহিদুল ইসলামের বিরুদ্ধে ভেড়ামারা থানায় অস্ত্র ও মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের হয়েছে।

শৈলকুপায় নৌকা প্রার্থী শেফালী বেগম বিজয়ী

বিস্তর ব্যবধানে বিজয়ের উল্লাসে জনস্রোতে ভাসছে শৈলকুপা। ২ লাখ ৮৮ হাজার ২৫৪ ভোটের মধ্যে নৌকার দলীয় প্রার্থী শেফালী বেগম ১ লাখ ৮৮ হাজার ৮’শ ১৬ ভোট পেয়েছেন। তিনি বিস্তর ব্যবধানে বিএনপি দলীয় প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী এ্যাড. হুমায়ুন বাবর ফিরোজকে পরাজিত করেছেন। বেসরকারীভাবে শেফালী বেগমকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছে।
গত বছর ৪ নভেম্বর থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও (আমৃত্যু) উপজেলা চেয়ারম্যান মোশাররফ হোসেন এর মৃত্যুতে চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হয়। শুরু হয় নতুন গুঞ্জন, কে পাচ্ছেন দলীয় টিকিট? ১০ হেভিওয়েট প্রার্থীর লবিং গ্রুপিং আর প্রতিযোগিতার সকল জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে কাঙ্খিত নৌকা প্রতীক লাভ করেন প্রয়াত বীরমুক্তিযোদ্ধা সোনা শিকদার পত্মী শেফালী বেগম। পৌরসভাসহ উপজেলার ১৪ টি ইউনিয়নের ২ লাখ ৮৮ হাজার ২৫৪ জন ভোটার নিয়ে শুরু হয়েছে উপ-নির্বাচন। আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতীকের বিপরীতে ধানের শীষ নিয়ে বিএনপি দলীয় প্রার্থী সাবেক ছাত্রনেতা থানা বিএনপির যুগ্ম-সম্পাদক এ্যাড. হুমায়ন বাবর ফিরোজ ধানের শীষ প্রতীকে ভোট পেয়েছেন ৪৪৫২। এছাড়াও স্বতন্ত্র প্রার্থী আনিচুর রহমান আনারস প্রতীকে ভোট পেয়েছেন ১৯৭৫ ভোট।
অপরদিকে ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী হুমায়ুন বাবর ফিরোজ বিকাল সাড়ে ৩টার দিকে নানা অনিয়মের অভিযোগ এনে ভোট বর্জনের ঘোষণা দেন। তিনি তার নিজস্ব ফেসবুক আইডিতে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি ও সাংবাদিকদের মোবাইল ফোনে বিষয়টি নিশ্চিত করেন। এছাড়াও নির্বাচনী দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তাগণ তার কোন অভিযোগ আমলে নেয়নি এবং প্রশাসনিক সহযোগীতা করেনি বলে মন্তব্য করেন। একই সাথে গত পৌরসভা নির্বাচনে ৮নং ওয়ার্ডের স্থগিত থাকা কাউন্সিলর পদে ৬৭৮ ভোট পেয়ে প্রাথমিকভাবে বিজয়ী হয়েছেন সাইফুল ইসলাম। তার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী সাবেক কাউন্সিলর শওকত আলী ৫৬২ ভোট পেয়েছেন। উপজেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা জুয়েল আহম্মেদ জানান, ১২০টি কেন্দ্রে ৩ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। কোন প্রার্থী নির্বাচন সংক্রান্ত লিখিত অভিযোগ জানায়নি। নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু করতে তারা যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন, কোথাও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

আবারও কালীগঞ্জের নগর পিতা নির্বাচিত হলেন আশরাফ

৫ম ধাপে ২৮ তারিখ গতকাল রবিবার সকাল আটটা থেকে বিকাল চারটা পর্যন্ত বিরতিহীন ভাবে চলা ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ পৌরসভা নির্বাচনে পুনরায় মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন- নৌকা প্রতীকের আশরাফুল আলম আশরাফ।
আশরাফুল আলম আশরাফ পেয়েছেন নৌকা প্রতীক নিয়ে ১৯ হাজার ৩২৬ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ¦◌ী ধানের শীষ প্রতীকের আলহাজ্ব মাহাবুবার রহমান পেয়েছেন ৩ হাজার ৭৪ ভোট। এছাড়াও স্বতন্ত্র নারিকেল গাছ প্রতীকের এনামুল হক ইমান পেয়েছেন ২ হাজার ৮১৬ ও ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের হাতপাখা প্রতীকের মোঃ নুরুল ইসলাম পেয়েছেন ১ হাজার ৪৭১ ভোট।
এছাড়াও সাধারাণ কাউন্সিলর পদের নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছেন (পুরুষ): ১নং ওয়ার্ড- মোঃ রাশেদুল হক রিগান, ২নং ওয়ার্ডে মোঃ রুবেল মিয়া, ৩নং ওয়ার্ডে মোঃ আশরাফুজ্জামান রনি, ৪ নং ওয়ার্ডে বদিউজ্জামান সাজু, ৫নং ওয়ার্ডে মনিরুজ্জামান (বিনা প্রতিদ্বন্দি¦তায়), ৬নং ওয়ার্ডে মোঃ নাসির উদ্দিন লিটন, ৭নং ওয়ার্ডে মোঃ মুক্তার হোসেন, ৮ নং ওয়ার্ডে মেহেদী হাসান সজল ও ৯নং ওয়ার্ডে মোঃ ফিরোজ আহমেদ সেন্টু।
নির্বাচনকে সামনে রেখে ভোট কেন্দ্রে বিজিবি, পুলিশ, আনসার, স্ট্রাইকিং ফোর্স, মোবাইল কোট টিম, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করা হয় ।
উল্লেখ্য এই সর্বপ্রথম কালীগঞ্জে ইভিএম পদ্ধতিতে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয় ।
সাধারণ ভোটারদের মতামত গ্রহণ করলে তারা জানান, ইভিএমে ভোট প্রদান খুবই সহজ মনে হয়েছে তাদের কাছে। তারা কোনো ধরনের চাপ ছাড়াই খুব সুন্দর ভাবে ভোট প্রদান করেছেন।
প্রতিটি কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসাররা জানান, সুষ্ঠু সুন্দর পরিবেশে তার ভোট গ্রহণ করতে পারছেন। তবে ইভিএমে ভোটিং পদ্ধতিতে নতুন ভোট দেওয়ায় কিছু ভোটারের সমস্যা হয়েছে তবে তা সমাধানের চেষ্টা করা হযেছে।

কালীগঞ্জ থানার ওসি মাহফুজুর রহমান জানান, দুই একটি অনাকাঙ্কিত ঘটনা ছাড়া ভোটের পরিবেশ ভালো ছিলো। ভোটাররা নিরাপদে ভোটে কেন্দ্রে এসেছেন ও ভোট দিয়েছেন।
কালীগঞ্জ উপজেলা নির্বাচন অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার আলমগীর হোসেন জানান, বেসরকারি ভাবে নৌকা প্রতীকের আশরাফুল আলম আশরাফ বিজয়ী হয়েছে।

একজন ইউপি সদস্যের বঙ্গবন্ধুর প্রতি ভালোবাসা

মুজিববর্ষ সফল করতে বঙ্গবন্ধুকে ভালোবেসে, বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বুকে ধারন করে আশরাফুল ইসলাম নামের একজন ব্যক্তি নৌকার তৈরি গাড়ি বহরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন মেহেরপুরসহ বিভিন্ন জেলার গ্রামাঞ্চলে। বঙ্গবন্ধুর জীবনী ও চেতনা শিক্ষার্থীদের মাঝে তুলে ধরতে তার এই উদ্যোগ।
আশরাফুল ইসলাম ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ১০ নং হরিশংকরপুর ইউনিয়নের একজন বাসিন্দা।
তিনি ঐ ইউনিয়নের ৫ নং ওয়ার্ডের একজন ইউপি সদস্য।
ইঞ্জিন চালিত যানে নৌকা তৈরি করে তার উপরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি দিয়ে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ ফুটিয়ে তুলেছে। সাথে নৌকার গায়ে বীরশ্রেষ্ট দের ছবি লাগিয়ে সুন্দর করে সাজিয়েছেন তিনি। বঙ্গবন্ধুর প্রতি তার এই ভালোবাসা জনগণের মনে বিশাল সাড়া জাগিয়েছে।
নৌকাবহর গাড়ি যেখানেই দেখছে জনগণ সেখানে ভীড় করে তার সাথে স্বাক্ষাত করছে। কেউ কেউ গাড়ির সাথে নিজেদের ছবি মোবাইলে আবদ্ধ করে রাখছে। এছাড়া বঙ্গবন্ধুর প্রতি তার এই ভালোবাসাকে সাধুবাদ জানিয়েছে অনেকেই।
আশারাফুল ইসলামের কাছে এমন একটি উদ্যোগ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি বঙ্গবন্ধুর আদর্শের একজন সৈনিক। আমি বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বুকে ধারন করে বড় হয়েছি। আমি চাই এখনকার ছোট বাচ্চারাও বঙ্গবন্ধুর আদর্শে আদর্শিত হোক। তাই বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে জানাতে আমার এই উদ্যোগ গ্রহণ।

তিনি জানান, আমি বিভিন্ন জাতীয় দিবসে আমাদের গ্রামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৭মার্চ এর ভাষণের সাথে সাথে বঙ্গবন্ধুর জীবনী তুলে ধরি। কিন্তু এতে করে শুধু আমার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা জানতে পারে। বাইরের শিক্ষার্থীরা জানতে পারে না। তাই বাইরের শিক্ষার্থীদের মাঝে বঙ্গবন্ধুর জীবনী তুলে ধরতে আমি আজ সরাসরি রাস্তায় নেমেছি।
ঝিনাইদহ সদর থেকে রওনা দিয়ে চুয়াডাঙ্গা-মেহেরপুর থেকে মুজিবনগর এসেছি। মুজিবনগর থেকে ঘুরে যেয়ে কালীগঞ্জের ভিতর দিয়ে আবার ঝিনাইদহতে ফিরে যাবো।

মুজিবনগরে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় বীর মুক্তিযোদ্ধা রমজান আলীর দাফন

মেহেরপুরের মুজিবনগরে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় বীর মুক্তিযোদ্ধা রমজান আলী বিশ্বাসের দাফন সম্পন্ন হয়েছে। গতকাল রবিবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে গোপাল নগর কবস্থানের সামনে তাঁকে গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়।
এর আগে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার রাষ্ট্রের পক্ষে সালাম গ্রহণ করেন।
এ সময় মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ এর পক্ষে এস আই আব্দুল আলিম, বীর মুক্তিযোদ্ধা আহসান আলী খাঁন, লুৎফর রহমান, হারুন অর রশিদ, মতিয়ার রহমান, ইসমাইল হোসেন, হাইবতুল্লাহ উপস্থিত ছিলেন।
গার্ড অব অনারের সময় উপস্থিত সকলে মৃত বীর মুক্তিযোদ্ধা রমজান আলী বিশ্বাসের মরদেহ জতীয় পতাকা দিয়ে আচ্ছাদন করে সন্মান প্রদর্শন করেন।
পরে মুজিবনগর থানার এসআই আব্দুল আলিমের নেতৃত্বে পুলিশের একটি চৌকশ দল রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় গার্ড অব অনার প্রদান করেন।
গার্ড অব অনার শেষে গোপালনগর কবস্থানে তার লাশ দাফন করা হয়। উল্লেখ্য, মুজিবনগর উপজেলার বীর মুক্তিযোদ্ধা রমজান আলী বিশ্বাস
(৯০) দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। গতকাল রবিবার বিকালে

বার্ধক্যজনিত কারণে নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন। বীর মুক্তিযোদ্ধা রমজান আলী বিশ্বাস মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী ইউনিয়নের গোপালনগর গ্রামের মৃত লোকমান আলীর ছেলে। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ১ পুত্র ও ৫ কন্যা সন্তানসহ অসংখ্য গুণাগ্রাহী রেখে গেছেন।

ফালা দিয়ে চাচাকে খুন,ছাগলে কাঁঠাল খাওয়ায় দায়ে

ছাগলে কাঁঠালের মুচি খাওয়ায় সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর উপজেলায় চাচা ভুট্টো মোল্লাকে (৪০) ফালা দিয়ে খুন করে ভাতিজা শফিকুল ইসলাম (২২)।

শনিবার রাতে উপজেলার গালা ইউনিয়নের গালা ফকিরপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় আরও ২ জন আহত হয়েছেন।

রোববার সকালে ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ তিনজনকে আটক করেছে। এরা হলেন-ঘাতক শফিকুলের বাবা সিদ্দিক মোল্লা (৫০), মা শ্রীমতি খাতুন (৪৫) ও স্ত্রী আরিফা খাতুন (১৯)।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, ছাগলে কাঁঠালগাছের মুচি খাওয়াকে কেন্দ্র করে ওই রাত সাড়ে ৮টার দিকে মৃত বনো মোল্লার ছেলে সিদ্দিক মোল্লা ও ভুট্টো মোল্লার মধ্যে ঝগড়া-বিবাদের একপর্যায়ে উভয়পক্ষের মধ্যে মারপিট শুরু হয়।

এ সময় সিদ্দিক মোল্লার ছেলে শফিকুল ইসলাম ফালা দিয়ে চাচা ভুট্টোকে আঘাত করলে তিনি গুরুতর আহত হন। তাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে সেখানেই তার মৃত্যু হয়।

এ মারপিট ঠেকাতে গিয়ে মৃত বনো মোল্লার আরেক ছেলে নবীরুল (৪২) ও নিহত ভুট্টোর স্ত্রী গুরুতর আহত হন। তাদের আশঙ্কাজনক অবস্থায় বগুড়া মেডিকেলে ভর্তি করা হয়েছে। এ ঘটনায় শাহজাদপুর থানায় মামলা

দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।

এ বিষয়ে শাহজাদপুর থানার ওসি শাহিদ মাহমুদ খান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে একটি হত্যা মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে। এ ঘটনায় আটক তিনজনকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ শেষে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হবে।

মাদ্রাসা ছাত্রীকে ধর্ষণ করে ভিডিও ধারণ, যুবক আটক

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের আলাইয়াপুর ইউনিয়নের হীরাপুর গ্রামে এক মাদ্রাসাছাত্রীকে বিবস্ত্র ভিডিও ধারণ করে ফেসবুকে ভাইরালের ভয় দেখিয়ে দফায় দফায় ধর্ষণ ও অপহরণের ঘটনায় গ্রেফতারকৃত এজাহারভুক্ত ফয়সাল (২২) ও এজাহারবহির্ভূত মোজাম্মেল (২৩) নোয়াখালীর সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলালতে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন।

অন্যদিকে আরেক গ্রেফতারকৃত আসামি সাইফুল ইসলাম ইমনের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে তিন দিন ও পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইনে দুদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।

রিমান্ড মঞ্জুর করার পর শনিবার রাত ৮টার দিকে বেগমগঞ্জ পুলিশ আদালত থেকেই তাকে রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে গেছে।

রোববার দুপুরে বেগমগঞ্জ মডেল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) ও মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা রুহল আমিন যুগান্তরকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি জানান, অপহৃত মাদ্রাসাছাত্রীকে ঢাকার সাভারে একটি বাসা থেকে উদ্ধার করার পর তাকে বেগমগঞ্জে নিয়ে আসা হয়েছে। রোববার ভিকটিমের ২২ ধারা জবানবন্দির আবেদন করলেও তার মেডিক্যাল পরীক্ষা করাতে না পারায় জবানবন্দি রেকর্ড করা যায়নি।

উল্লেখ্য, হীরাপুর গ্রামের কাজী সিরাজের ছেলে ফয়সাল, একই গ্রামের লেদনের ছেলে জোবায়ের, সোনাইমুড়ীর কামাল হোসেনের ছেলে শামসুল

হক রাসেল, হীরাপুর গ্রামের নুরুল ইসলামের ছেলে সাইফুল ইসলাম ইমন, স্থানীয় ধীতপুর দাখিল মাদ্রাসার অষ্টম শ্রেণির ওই ছাত্রীকে উত্ত্যক্ত করে আসছিল।

বিষয়টি স্থানীয় চেয়ারম্যান ও মেম্বারকে অবহিত করে ভুক্তভোগী পরিবার। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ২০১৮ সালের ৩ মার্চ তারা ভুক্তভোগীর বাড়িতে এসে কৌশলে তার মাকে কোমলপানীয়র সঙ্গে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে অচেতন করে অস্ত্রের মুখে ছাত্রীকে ধর্ষণ করে ভিডিও ধারণ করে। পরে মোজাম্মেল হোসেন নামে এক দোকানিকে ডেকে এনে জোর করে ভুক্তভোগীর সঙ্গে দাঁড় করিয়ে উভয়কে বিবস্ত্র করে ভিডিও ধারণ করে তারা।

পরে ওই ভিডিও ভাইরাল করার ভয় দেখিয়ে টাকা, স্বর্ণালঙ্কার নিয়ে যায় এবং একাধিকবার ভুক্তভোগীকে ধর্ষণ করে। মেয়েকে বিয়ে দিয়েও রেহাই পাইনি পরিবারটি। বিয়ের পরও ভুক্তভোগী বেড়াতে এলে তাকে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে যায়।

সর্বশেষ গত বছরের ২৪ ডিসেম্বর আবারও আসামিরা ভুক্তভোগীকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। বেগমগঞ্জ মডেল থানায় বৃহস্পতিবার রাতে ভিকটিমের মা বাদী হয়ে নারী ও শিশু নির্যাতন এবং পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইনে দুটি মামলা করেন।

বৃহস্পতিবার রাতেই পুলিশ অভিযান চালিয়ে এজাহার নামীয় সাইফুল ইসলাম ইমন ও ফয়সালকে এবং শনিবার এজাহারবহির্ভূত মোজাম্মেলকে গ্রেফতার করে।